দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 5 1999 ..
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৫ .....

38

একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে অব্যবস্থা

থিওল মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়া ১৯৯৫-৯৬ সেশনে ১ম ব্যাচ হিসাবে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে। উক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা মে '৯৮ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এম,বি,বি,এস কোর্সের প্রথম প্রফেশনাল পরীক্ষায় নিয়মিত ব্যাচ হিসাবে অংশগ্রহণ করে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হইয়া ৩য় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়। অবশিষ্টরা পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া ৩য় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়। মে'৯৮-তে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের মে'৯৯ মাসে কলেজের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া ৪র্থ বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার নিয়ম। কিন্তু ৪র্থ বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বশর্ত হইল ৩য় বর্ষে ৩ মাস সার্জারি এবং ৩ মাস মেডিসিন-এর উপর ওয়ার্ড ডিউটি করা। দুঃখের বিষয় কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে নিয়মিত টাকা নেয়ার পরও যথাযথ ওয়ার্ড ডিউটির ব্যবস্থা করেন নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমত ওয়ার্ড ডিউটির ব্যবস্থা করা না হইলে টাকা দেয়া বন্ধ করিয়া দিবে বলিয়া জানাইলে কর্তৃপক্ষ শ্যামলীর একটি ক্লিনিকে ছাত্র-ছাত্রীদের ওয়ার্ড ডিউটির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মাত্র ১০ দিন পরেই ওয়ার্ড ডিউটি বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর ঠিকমত ক্লাস হইতেছে না। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর মোট যে কয়টি কার্ড কম্পিটিশন হওয়ার কথা ৩য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার আগে উহার অন্তত অর্ধেক কার্ড কম্পিটিশন হইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের অন্তর্ভুক্ত মোট ৪টি বিষয়ের মাত্র একটির (কমিউনিটি মেডিসিন) উপর একটি কার্ড কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আছে জানিয়া এই মেডিকেল কলেজে অভিভাবকগণ তাহাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাইয়াছিলেন। এখন তাহারা অনিশ্চয়তায় ভুগিতেছেন। এমতাবস্থায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে চরম অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা করা হোক।

জনৈক ছাত্রী।